

সমকাল, ৩১ মার্চ ২০২২

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হবে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

প্রকাশ: ৩০ মার্চ ২২ | ২২:০৮ | আপডেট: ৩০ মার্চ ২২ | ২২:০৮



বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে আরও এগিয়ে নিতে দুই দেশের সুশীলসমাজকে গঠনমূলক অবদান রাখার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। বুধবার রাজধানীর বিস (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ) মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে এ আহ্বান জানান তিনি।

'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া রিলেশনস :কনফ্লুয়েন্স অব আইডিওলজিস অ্যান্ড ইভলভিং পারসপেকটিভস' শিরোনামে আয়োজিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিস চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসাইন।

আলোচনায় অংশ নেন বিস মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, ভারতের বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশনের পরিচালক অরভিন্দ গুপ্ত, সিনিয়র ফেলো রাধা দত্ত, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল স্টাডিজের চেয়ারম্যান এ এস এম শামসুল আরেফিন এবং বিসের গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবীর।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত সম্প্রতি কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি পালন করেছে। গত ৫০ বছরে দুই প্রতিবেশীর এই সম্পর্ক ছিল গভীর বন্ধুত্বে পরিপূর্ণ অনন্য এক সম্পর্ক। তিনি এই সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে দুই দেশের সমাজকে গঠনমূলক ভূমিকা নিয়ে অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানান।

অরভিন্দ গুপ্ত বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধাভোধ আর মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যে সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন হওয়ার নয়। অনুষ্ঠানে রাধা দত্ত সম্পাদিত 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ বনামি অ্যাট ৫০ :১৯৭১ অ্যান্ড দ্য প্রজেক্ট' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

নয়া দিগন্ত, ৩১ মার্চ ২০২২

**সীমান্ত হত্যায় ভারতের সাথে সম্পর্কে চাপ পড়ছে**

বিআইআইএসএসের সেমিনার

অন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর মতো বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের মধ্যে কিছু অস্বস্তিকর বিষয় রয়েছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে থাকা স্থল সীমান্ত ও সমুদ্রসীমার ইস্যুটি সুরাহা হওয়ার পরও দুই দেশ সম্পর্ক থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে পারছে না। সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যার সংখ্যা দুই দেশের সম্পর্কের ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করে আছে। ভারতের সাথে যেকোনো পর্যায়ের আলোচনাতেই আমরা বিষয়টি তুলে ধরি। অভিন্ন নদীর পানি ন্যায্যবণ্টনের ইস্যুটি সুরাহা না হওয়া ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর একটি বাধা। ভারতের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তিস্তা নদী থেকে আরো বেশি পানি পেতে চায়। এ ছাড়া গোমতি, মুছরী, মানু, খোয়াই, দুধকুমার ও ধরলা নদীর পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে আমরা একটি রূপরেখা চুক্তি চাই।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর গতকাল বুধবার আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহরিয়ার আলম এ সব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটজিক স্ট্যাডিজ (বিআইআইএসএস) এই সেমিনারের আয়োজন করে। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. অরবিন্দ গুপ্ত। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিঘ্নহীন ট্রান্সপোর্ট কানেকটিভিটি স্থাপিত হলে বাংলাদেশের জাতীয় আয় ১৭ শতাংশ এবং ভারতের জাতীয় আয় আট শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপর একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ট্রান্সপোর্ট কানেকটিভিটি স্থাপনের পাশাপাশি দুই দেশ মুক্তি বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সই করলে ভারতে বাংলাদেশের রফতানি ২৯৭ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ভারতের রফতানি ১৭২ শতাংশ বাড়বে। তাই কানেকটিভিটি আমাদের দুই দেশের স্বার্থই সংরক্ষণ করবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত কোনো দেশের সাথে এফটিএ সই করেনি। শ্রীলঙ্কার সাথে এফটিএ নিয়ে আলোচনা অনেক দূর অগ্রসর হলেও তা শেষ পর্যন্ত সই হয়নি। তবে ভুটানের সাথে বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) করেছে। এটি অন্যান্য দেশের সাথে এফটিএ সই করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে আস্থা জোগাবে। মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার কারণে ২০২৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশ ইবিএর আওতায় শুল্ক ও কোটামুক্ত পণ্য রফতানির সুযোগ হারাবে। তাই এফটিএর ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

শাহরিয়ার আলম বলেন, পর্যটনের জন্য বাংলাদেশীদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে ভারত। অনেক বাংলাদেশী ভারতে চিকিৎসা নিতে যান। ভারতে পর্যটন ও চিকিৎসাসেবা নেয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। তাই সম্ভবত্বকারণেই বিশ্বে ভারতের সবচেয়ে বড় ভিসা সার্ভিস সেন্টারটি ঢাকায় অবস্থিত। অন্য দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেন্টারে হাজার হাজার ভারতীয় কাজ করছে। ভারতের রেমিট্যান্স আয়ের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার বাংলাদেশ। তাই আমরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আর এটা থেকেই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধটা আসে।

অরবিন্দ গুপ্ত বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে বিশ্বে অনন্য। ১৯৭১ সালের যুদ্ধকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন এতে হাজার হাজার ভারতীয় সেনা প্রাণ দিয়েছে। যুদ্ধে ভূমিকা রাখার জন্য ভারতীয়দের সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ। এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। তিনি বলেন, গত এক দশকে স্থল সীমানা ও সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তির পাশাপাশি দুই দেশের বাণিজ্য বাধা দূর করার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে নিরাপত্তা ইস্যুতে সহযোগিতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমাদের নিজ নিজ দেশের পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থকেও সমুন্নত রাখতে হবে। তিনি বলেন, ভারত আঞ্চলিক সহযোগিতায় বিশ্বাস করে। তাই এই অঞ্চলের সবাইকে নিয়ে দিল্লি অগ্রসর হতে চায়। বর্তমান সরকার 'প্রতিবেশী প্রথম' এই পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আঞ্চলিক জোট সার্কে স্ববিরতা দেখা দিলেও বিমসটেক নিয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে।

পাকিস্তানের সাথে একাধিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতের প্রবীণ সামরিক কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব:) আর কে সানি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করতে পারাটা ভারতের জন্য সবচেয়ে গৌরবের বিষয়। আমাদের এই সম্পর্ক রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। আজ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সামাজিক-অর্থনৈতিক সবদিক দিয়েই এগিয়ে রয়েছে।

অনুষ্ঠানে ধারণাপত্র উত্থাপন করেন বিআইআইএসএসের গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবির ও বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের কেন্দ্র প্রধান ড. শ্রীরাধা দত্ত। বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল স্ট্যাডিজের চেয়ারম্যান শামসুল আরিফিন, সাবেক মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) হারুন-উর-রশিদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজসহ বিশিষ্টজনরা এতে বক্তব্য রাখেন।

<https://www.dailynayadiganta.com/first-page/653921/সীমান্ত-হত্যায়-ভারতের-সাথে-সম্পর্কে-চাপ-পড়ছে>

Abnews২৪, ৩০ মার্চ ২০২২,

## প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত কূটনীতির রোল মডেল: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী



প্রতিবেশী হিসেবে কূটনীতি সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত বাংলাদেশ ও ভারত তার একটি রোল মডেল। এটিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বুধবার (৩০ মার্চ) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এসব কথা বলেন।

তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের জন্য উভয় দেশের সুশীল সমাজ, থিঙ্ক ট্যাংক, গবেষক, শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানান।

শাহরিয়ার আলম বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং উভয় দেশের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এই বন্ধুত্বকে প্রস্ফুটিত করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। যখন বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে, তখন এই অনন্য সম্পর্কের প্রশস্ততা ও গভীরতাকে তুলে ধরেছে যা শুধু রক্তে গড়া হয়নি, অনেক সময় পরীক্ষিতও হয়েছে।

তিনি বলেন, দুই দেশের থিঙ্ক ট্যাংক, শিক্ষাবিদ, সমাজ বিজ্ঞানীদের উচিত গঠনমূলক লেখা ও নিবন্ধের মাধ্যমে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অপপ্রচার এবং বানোয়াট উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করা।

বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের (ভিআইএফ) পরিচালক অরবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ।

<https://www.abnews24.com/bangladesh/180790/প্রতিবেশী-হিসেবে-বাংলাদেশ-ভারত-কূটনীতির-রোল-মডেল-পররাষ্ট্র-প্রতিমন্ত্রী>

Rahmat24, ৩০ মার্চ ২০২২,

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাই না : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী



ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ বা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের ঐতিহাসিক বন্ধন নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে অনেক অনেক কথা বলেন। আমি মনে করি, দুই দেশের সম্পর্ক যে জায়গায় পৌঁছেছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ বা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ রকম একটা ঐতিহাসিক বন্ধনের সম্ভাবনাকে আমরা যেন দূরে ঠেলে না দিই। নাৎরা রাজনৈতিক খেলায় দুদেশের সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয় এ ব্যাপারে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।

বুধবার (৩০ মার্চ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ-বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এ আহ্বান জানান। বিআইআইএসএসএসের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন, বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন-ভিআইএফ পরিচালক অরবিন্দ গুপ্ত, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল স্ট্যাডিজের চেয়ারম্যান এ এস এম শামসুল আরেফিন ও বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র ফেলো লে. জেনারেল রাভি কুমার সাওন প্রমুখ।

ঢাকা ও নয়াদিল্লির সম্পর্ক কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটি বোঝাতে একই বছরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরের প্রসঙ্গ টেনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির একই বছরে কোনো দেশ সফরের ঘটনা বিরল। কিন্তু গত বছর সেটি করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি। এটা আমাদের সম্পর্কের গভীরতার প্রমাণ। এটা যে পরীক্ষিত বন্ধুত্ব, এটা তারই প্রমাণ। দুই দেশের খিংক ট্যাংক, শিক্ষাবিদ, সমাজ বিজ্ঞানীদের উচিত গঠনমূলক লেখা ও নিবন্ধের মাধ্যমে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অপপ্রচার এবং বাণোয়াট উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করা।

সীমান্ত হত্যা, পানি ইস্যু নিয়ে অমীমাংসিত অবস্থানের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, দুই দেশ এখনও সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারেনি। তারপরও দুই পক্ষের মধ্যে অনেক অমীমাংসিত ইস্যুর নিষ্পত্তি হয়েছে। আমরা আমাদের স্থল সীমান্ত সমস্যার সমাধান করেছি। কিন্তু সীমান্ত হত্যা দুই দেশের সম্পর্কের জন্য অস্বস্তিকর। দুই দেশের সম্পর্কে থাকা ৫৪ নদীর পানি বন্টন নিয়েও অন্য বিতর্ক আছে। বাংলাদেশ যেহেতু ডাউনস্ট্রিম দেশ তাই আমরা তিস্তা নদী থেকে আরও পানি চাই। মুহুরি, মানু, গোমতী, খোয়াই, দুধকুমার এবং ধরলা এই ৬ নদীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিয়ে আমরা একটি কাঠামোগত চুক্তি করতে চাই।

<https://rahmat24.com/newsdetail/news/2022-03-30-ভার%E2%80%8Cসং%E2%80%8Cসম্পর্ক-নষ্ট-করতে-চাই-না-পররাষ্ট্র-প্রতিমন্ত্রী>

ঢাকা টাইমস, ৩১ মার্চ ২০২২

**বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী**  
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকাটাইমস

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, এমপি। বুধবার রাজধানীর ইস্কাটনে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া রিলেশনস’ বিষয়ক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন মন্ত্রী।

শাহরিয়ার আলম বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে পারস্পরিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা, গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ভারত সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর জন্য ২০২১ সালটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।’



সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. অরবিন্দ গুপ্ত। আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল স্ট্যাডিজের চেয়ারম্যান এ এস এম শামসুল আরেফিন এবং বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র ফেলো লে. জেনারেল রাভি কুমার সাওনি।

সমাপনী বক্তব্যে বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারত অভিন্ন সাধারণ মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা লালন করে। এ কারণে দুই দেশের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক বন্ধন তৈরি হয়েছে। আঞ্চলিক সম্পর্কে অতিক্রান্ত করে এখন সময় হয়েছে বৈশ্বিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার। এ জন্য উভয় দেশকে আঞ্চলিক গণ্ডিতে থেমে না থেকে বৈশ্বিকভাবে এগিয়ে যেতে হবে।’

সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। একটি উপস্থাপন করেন বিআইআইএসএস-এর গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবীর। অন্যটি উপস্থাপন করেন সিনিয়র ফেলো এবং বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় প্রধান ড. শ্রীরাধা দত্ত। পাশাপাশি সেখানে ‘Bangladesh-India Bonhomie of 50:1971 and Present’ শিরোনামে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

এই সেমিনারে আরও অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বৈদেশিক দূতাবাসের প্রতিনিধি, সাবেক কূটনীতিক, সামরিক কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধি এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। সেমিনারের উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে সকলে তাদের প্রশ্ন ও মতামত তুলে ধরেন।

কালের কণ্ঠ, ৩১ মার্চ ২০২২

ঢাকাডিল্লি সম্পর্কের তুলনা হতে পারে না-

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

## বিআইআইএসএসের সেমিনার

বাংলাদেশ-ভারত  
সহযাত্রী। এই সম্পর্ক  
আরো জোরদার করা  
প্রয়োজন  
মো. শাহরিয়ার আলম  
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

“  
চীন এ দেশের সেতু, সড়ক নির্মাণ  
করে দিতে পারবে, কিন্তু কোনো দিন  
ভারতীয়দের মতো হৃদয়ের সম্পর্ক  
গড়তে পারবে না  
লে. জে. (অব.) রভি কুমার সাওনি  
ভারতের বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক  
ফাউন্ডেশনের ফেলো

‘মুক্তিযুদ্ধের পর যখন যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানিদের শিবিরে গিয়েছিলাম, তখন একজন মেজর বলেছিলেন, ওদের (বাংলাদেশি) থেকে দূরে থাক। আমি ওদের কাছ থেকে বেঁচে ফেরায় আনন্দিত। তিন বছর আগে যখন পাকিস্তানে গেছি, তখন সেখানে ভয়ংকর অবস্থা। কয়েকজন উদ্যোক্তার সঙ্গে দেখা হলো।

তারা বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতে চান। বাংলাদেশিদের জন্য এর চেয়ে বড় ন্যায়বিচার আর কিছূ হতে পারে?’

ভারতের বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র ফেলো লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) রভি কুমার সাওনি গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকায় এক সেমিনারে এভাবেই বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘চীন এ দেশের সেতু, সড়ক নির্মাণ করে দিতে পারবে। কিন্তু কোনো দিন ভারতীয়দের মতো হৃদয়ের সম্পর্ক গড়তে পারবে না।’

ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে ‘বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক : মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির মিলন’ শীর্ষক ওই সেমিনারে রভি কুমার সাওনিসহ অন্য বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের তুলনা অন্য কোনো দেশের সম্পর্কের সঙ্গে হতে পারে না। প্রশ্নোত্তর পর্বে বাংলাদেশি সাবেক এক জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা বলেছিলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

রভি কুমার সাওনি ১৯৭১ সালের দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করে বলেন, সে সময় তিনি একজন মেজর পদমর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষে দেশে ফেরা তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে সাধারণ নিরস্ত্র বাংলাদেশিদের বীরত্বের গল্প শুনেছেন। তাঁর ছেলে ও নাতিও এখন সামরিক কর্মকর্তা। তাঁদের তিনি বলেন, ‘ভারতের সামরিক বাহিনীর জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে চেয়েছিল। এখানে মুক্তিবাহিনী ছিল। ভারতীয় বাহিনী তাদের সহযোগিতা করেছে। আমরা শুধু একটি দেশকে স্বাধীন হতে সহযোগিতা করিনি, মানচিত্রও বদলে দিয়েছি।’

রভি কুমার সাওনি বলেন, তাঁরা বাংলাদেশকে বাণিজ্যের চোখে দেখেন না, অভিন্ন লক্ষ্যে রক্ত দেওয়ার ইতিহাস ও হৃদয়ের বন্ধন দিয়ে দেখেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সহযাত্রী। এই সম্পর্ক আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

সম্পর্কের অসাধারণ দিকগুলোর পাশাপাশি প্রতিমন্ত্রী পানি সমস্যা ও সীমান্তে হত্যার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক অরবিন্দ গুপ্ত বলেন, ‘বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অনন্য। আমাদের দুই দেশের অব্যাহতভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত।’

বিবেকানন্দ বলেন, গত ১০ বছরে সম্পর্কের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নিরাপত্তা বড় ইস্যু নয়। গত কয়েক বছরে যা হয়েছে, দুই দেশের জনগণ তার সুবিধা পাচ্ছে।

প্রথম আলো, ৩১ মার্চ ২০২২

বিসের সেমিনারে অভিমত

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে নতুন উচ্চতায় নিতে কর্মপরিকল্পনা দরকার

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের মধ্যে যে বিষয়গুলোতে জটিলতা ও সমস্যা রয়েছে, তা আলোচনায় উঠে আসা জরুরি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিতে হলে এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার স্বার্থে একটি কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

বুধবার বিকেলে রাজধানীর বিস মিলনায়তনে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস-বিস) ওই সেমিনারের আয়োজন করে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেন, ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে এসে সম্পর্কের শক্তিকে আত্মস্থ করা এবং ভুলগুলো কী কী, সেটা পর্যালোচনা করা সময়ের দাবি। এর পাশাপাশি সম্পর্কের চ্যালেঞ্জগুলো কী, তা স্বীকার করে একটি কর্মপরিকল্পনা ঠিক করা জরুরি। সামগ্রিকভাবে ভারতের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন অংশীদার বাংলাদেশ। এ অঞ্চলে ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী অংশীদারও বাংলাদেশ।

দুই দেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গ টেনে শাহরিয়ার আলম বলেন, অন্য অনেক প্রতিবেশী দেশের মতো বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেও অস্বস্তি রয়েছে। দুই দেশ এখন পর্যন্ত সম্পর্কের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে পারেনি। স্থলসীমান্ত ও সমুদ্রসীমার মতো দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হলেও সীমান্তে বাংলাদেশের লোকজনের মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান অস্বস্তি হিসেবে রয়েছে। দুই দেশের যেকোনো পর্যায়ে আলোচনায় এটি আলোচ্যসূচির ওপরের দিকেই থাকে। অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিতর্কের আরেকটি বিষয়।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ভারতের বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের পরিচালক অরবিন্দ গুপ্ত বলেন, 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে জটিলতা যেমন আছে, গভীরতাও আছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতীতে যে ওঠানামা হয়েছে, আমরা চাইলেই সেই বাস্তবতাটা বদলে দিতে পারি না। দুই দেশের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য আছে।

কোনো বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়াটা দোষের কিছু নয়। একে অন্যের স্বার্থকে দেখতে হবে। তবে যে বিষয়গুলোতে জটিলতা ও সমস্যা রয়েছে, তা আলোচনায় উঠে আসা জরুরি। এ বিষয়গুলো মোকাবিলা করে সামনে এগোতে হবে। মিল এবং অমিলের পরও যে গভীরতা এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কে আছে, সেটিকে আমাদের উদ্যাপন করতে হবে।'

বিসের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের সম্পর্কের যে ধারা, সেটি বজায় রাখার স্বার্থে কিছু অনির্দিষ্ট বিষয়ের সমাধান করাটা জরুরি। এ সম্পর্ককে আরও উঁচুতে নেওয়ার ব্যাপারে দুই পক্ষের সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই। সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ ফেলো শ্রীরাধা দত্ত ও বিসের গবেষণা পরিচালক মাহফুজ কবীর।

শ্রীরাধা দত্ত বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়াতে শুধু বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থলবন্দরের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। অন্যান্য স্থল বন্দর দিয়েও বাণিজ্য বাড়ানো যেতে পারে।

কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সঞ্চালনায় সেমিনারে আরও বক্তৃতা করেন বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের সম্মাননীয় ফেলো লে. জেনারেল (অব.) রবি কুমার সোহনি ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল স্টাডিজের চেয়ারম্যান এ এস এম শামসুল আরেফিন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন বিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান।

আলোচনা পর্বের শেষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এবং অন্য অতিথিরা শ্রীরাধা দত্ত সম্পাদিত 'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া বোনহোমি অভ ৫০: ১৯৭১ অ্যান্ড প্রেজেন্ট' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।



বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৩১ মার্চ ২০২২

ক্ষুদ্র স্বার্থে বাংলাদেশ-ভারতের সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দেওয়া উচিৎ নয়’  
ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট



পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

শাহরিয়ার আলম। ছবি: ডি এইচ বাদল

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে বা কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক বন্ধন বা সম্ভাবনাকে আমাদের দূরে ঠেলে দেওয়া উচিৎ নয়। বুধবার (৩০ মার্চ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

‘বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: মতাদর্শ ও বিকাশমান দৃষ্টিভঙ্গির মিলন’ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে বিআইআইএসএস।

সেমিনারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরে গত ২৮ বছর স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ক্ষমতায় ছিল। সে কারণে সে সময় বাংলাদেশ- ভারত সম্পর্ক বিকশিত হয়নি। তবে অতীতের সমস্যা ও সঙ্কট কাটিয়ে বাংলাদেশ- ভারত সম্পর্ক এখন বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ সফর করেছেন। এটা একটি বিরল ঘটনা।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারতের বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের (ভিআইএফ) পরিচালক ড. অরবিন্দ গুপ্ত। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক শক্তিশালী হচ্ছে। নানা সমস্যা থাকলেও আমাদের প্রত্যাশা দুই দেশের সম্পর্ক আগামীতে আরো গভীর, বিস্তৃত ও শক্তিশালী হবে।

তিনি বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিশ্ব অনিশ্চিত পথে যাত্রা শুরু করেছে। আগামীর যাত্রায় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে বাংলাদেশ- ভারত উভয় দেশকেই একযোগে আগামীর অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করতে হবে।

সেমিনারে ভারতের বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ফেলো রাধা দত্ত বলেন, বাংলাদেশ- ভারতের মধ্যে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো আরো বিকশিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়াতে শুধু বেনাপোল - পেট্রাপোল স্থলবন্দরের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এটা অন্যান্য স্থল বন্দর দিয়ে বাণিজ্য বাড়ানো যেতে পারে।

তিনি বলেন, এটা খুব স্পষ্ট যে, দুই দেশের মধ্যে পানি বণ্টন সংকট সমাধানে বিলম্ব হচ্ছে। যদিও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলোতেও পানি ইস্যুতে বিরোধ রয়েছে। তবে এই ইস্যুটি সমাধানেরও উপায় আছে।

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএস'র গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবীর।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওয়ানাল স্টাডিজের চেয়ারম্যান এ এসএম শামসুল আরেফিন, বিআইআইএসএস'র চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেন, মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মুহম্মদ মাকসুদুর রহমান।

মানবজমিন, ৩১ মার্চ ২০২২

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কেও অস্বস্তি রয়েছে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী  
স্টাফ রিপোর্টার

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এমপি বলেছেন, সামগ্রিকভাবে ভারতের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন অংশীদার বাংলাদেশ। এ অঞ্চলে ভারতের প্রধান ব্যাণিজ্যিক অংশীদারও বাংলাদেশ।

দুই দেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গ টেনে মিস্টার আলম বলেন, অন্য অনেক প্রতিবেশীর মতো বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের মধ্যেও অস্বস্তি রয়েছে। দুই দেশ এখন পর্যন্ত সম্পর্কের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে পারেনি। স্থল ও সমুদ্রসীমার মতো সমস্যার সমাধান হলেও সীমান্তে বাংলাদেশের লোকজনের মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় অস্বস্তি হিসেবে রয়েছে। দুই দেশের যেকোনো পর্যায়ের আলোচনায় এটি আলোচ্যসূচির ওপরের দিকেই থাকে। অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিতর্কের আরেকটি বিষয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে পারস্পরিক ভুলগুলো কী কী, সেটা পর্যালোচনা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পর্কের চ্যালেঞ্জগুলোর কথা স্বীকার করে এ নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা ঠিক করাও জরুরি হয়ে পড়েছে।

বুধবার বিকেলে রাজধানীর বিস মিলনায়তনে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস-বিস) ওই সেমিনারের আয়োজন করে।

এতে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ভারতের বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের পরিচালক অরবিন্দ গুপ্ত বলেন, 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে জটিলতা যেমন আছে, গভীরতাও আছে। সম্পর্কে ওঠানামা স্বাভাবিক, আমরা চাইলেই সেই বাস্তবতাকে বদলে দিতে পারি না। দুই দেশের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। ঐকমত্য না হওয়াটা দোষের নয়,

তবে অবশ্যই একে অন্যের স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যে বিষয়গুলোতে জটিলতা বা সমস্যা রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এসব মোকাবিলা করেই সামনে এগোতে হবে। দুই প্রতিবেশির সম্পর্কে মিল এবং অমিল সত্ত্বেও যে গভীরতা এবং বৈচিত্র্য রয়েছে সেটাকে উদ্যাপন করতে হবে।

বিসের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান কূটনীতিক কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের সম্পর্কের যে ধারা, সেটি বজায় রাখার স্বার্থে কিছু অনিষ্পন্ন বিষয়ের সমাধান করাটা জরুরি। এ সম্পর্ককে আরও উঁচুতে নেয়ার ব্যাপারে দুই পক্ষের সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই। সেমিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ ফেলো শ্রীরাধা দত্ত ও বিসের গবেষণা পরিচালক মাহফুজ কবীর। শ্রীরাধা বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়তে শুধু বেনাপোল-পেট্রোপোল স্থলবন্দরের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। অন্যান্য স্থল বন্দর দিয়েও বাণিজ্য বাড়ানো যেতে পারে।

কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সঞ্চালনায় সেমিনারে আরও বক্তৃতা করেন বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের সম্মাননীয় ফেলো লে. জেনারেল (অব.) রবি কুমার সোহনি ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল স্টাডিজের চেয়ারম্যান এ এস এম শামসুল আরেফিন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন বিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান।

আলোচনা পর্বের শেষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এবং অন্য অতিথিরা শ্রীরাধা দত্ত সম্পাদিত ‘বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া বোনহোমি অভ ৫০: ১৯৭১ অ্যান্ড প্রেজেন্ট’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

ঢাকা পোস্ট, ৩০ মার্চ ২০২২

**ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাই না**

নিজস্ব প্রতিবেদক

৩০ মার্চ ২০২২, ১০:০১ পিএম

**ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে বা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের ঐতিহাসিক বন্ধন নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম।**

বুধবার (৩০ মার্চ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক শীর্ষক এক সেমিনারে এ আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে অনেক অনেক কথা বলেন। আমি মনে করি, দুই দেশের সম্পর্ক যে জায়গায় পৌঁছেছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে বা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ রকম একটা ঐতিহাসিক বন্ধনের সম্ভাবনাকে আমরা যেন দূরে ঠেলে না দিই। নোংরা রাজনৈতিক খেলায় দুদেশের সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয় এ ব্যাপারে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।

ঢাকা ও নয়াদিল্লির সম্পর্ক কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটি বোঝাতে একই বছরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরের প্রসঙ্গ টানেন শাহরিয়ার আলম। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির একই বছরে কোনো দেশ সফরের ঘটনা বিরল। কিন্তু গত বছর সেটি করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি। এটা আমাদের সম্পর্কের গভীরতার প্রমাণ। এটা যে পরীক্ষিত বস্তু, এটা তারই প্রমাণ।

বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের (ভিআইএফ) পরিচালক অরবিন্দ গুপ্ত, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল স্টাডিজের

চেয়ারম্যান এ এস এম শামসুল আরেফিন ও বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র ফেলো লে. জেনারেল রাভি কুমার সাগিন প্রমুখ।

শাহরিয়ার আলম বলেন, দুই দেশের থিংক ট্যাংক, শিক্ষাবিদ, সমাজ বিজ্ঞানীদের উচিত গঠনমূলক লেখা ও নিবন্ধের মাধ্যমে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অপপ্রচার এবং বানোয়াট উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করা।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী সীমান্ত হত্যা, পানি ইস্যু নিয়ে অমীমাংসিত অবস্থানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দুই দেশ এখনও সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারেনি। তারপরও দুই পক্ষের মধ্যে অনেক অমীমাংসিত ইস্যুর নিষ্পত্তি হয়েছে। আমরা আমাদের স্থল সীমান্ত সমস্যার সমাধান করেছি। কিন্তু সীমান্ত হত্যা দুই দেশের সম্পর্কের জন্য অস্বস্তিকর।

শাহরিয়ার আলম বলেন, দুই দেশের সম্পর্কে থাকা ৫৪ নদীর পানি বণ্টন নিয়েও অন্য বিতর্ক আছে। বাংলাদেশ যেহেতু ডাউনস্ট্রিম দেশ তাই আমরা তিস্তা নদী থেকে আরও পানি চাই। মুছুরি, মানু, গোমতী, খোয়াই, দুধকুমার এবং ধরলা এই ৬ নদীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিয়ে আমরা একটি কাঠামোগত চুক্তি করতে চাই।

বণিকবার্তা, ৩১ মার্চ ২০২২

সেমিনারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

প্রতিবেশী হিসেবে কূটনীতির রোল মডেল বাংলাদেশভারত-

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রতিবেশী হিসেবে কূটনৈতিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, বাংলাদেশ ও ভারত তার একটি রোল মডেল। এটিকে বিশ্বদর বারে তুলে ধরার জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

গতকাল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত 'বাংলা দেশ-ভারত সম্পর্ক' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের জন্য উভয় দেশের সুশীল সমাজ, থিংক ট্যাংক, গবেষক, শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের পরিচালক অরবিন্দ গুপ্ত। এতে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইআইএসএসের গবেষণা পরিচালক মাহফুজ কবীর ও বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের নে ইবারহুড স্টাডিজের কেন্দ্রীয় প্রধান ও সিনিয়র ফেলো শ্রীরাধা দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন।

সেমিনারে মুক্ত আলোচনায় সাবেক সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এম হারুন-উর-

রশীদ বলেন, ১৯৭১ সালের ভারত আর বর্তমান ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার দিক থেকে একদম ভিন্ন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শে। কিন্তু বর্তমানে ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে না। তারা বর্তমানে হিন্দুত্ববাদের কথা বলে।

আসামের এনআরসি ও সংশোধিত নাগরিক আইন নিয়ে তিনি বলেন, এখানে যা করা হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ হয় যে ভারত ও আমরা আগের সেই একই মতাদর্শে রয়েছি কিনা।

সাবেক সেনাপ্রধানের মন্তব্য নিয়ে শ্রীরাধা দত্ত বলেন, এখানে প্রচুর জটিলতা রয়েছে, যার বাস্তব আমি খুলতে আগ্রহী নই। এটি নিয়ে ২৪ ঘণ্টাও কথা বললে শেষ হবে না। মতাদর্শের ইস্যুতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যে জায়গায় ছিল, বর্তমানে কিন্তু সেখানে নেই। ঠিক একইভাবে ভারত সেই আগের জায়গায় নেই। পরিবর্তনশীল বিশ্বে সময়ের সঙ্গে মানুষ বদলায়, মতাদর্শও বদলায়।

বার্তা২৪কম., ৩১ মার্চ ২০২২

‘প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত কূটনীতির রোল মডেল’



প্রতিবেশী হিসেবে কূটনীতি সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত বাংলাদেশ ও ভারত তার একটি রোল মডেল। এটিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বুধবার (৩০ মার্চ) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এসব কথা বলেন।

তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের জন্য উভয় দেশের সুশীল সমাজ, থিঙ্ক ট্যাংক, গবেষক, শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানান।

শাহরিয়ার আলম বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং উভয় দেশের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এই বন্ধুত্বকে প্রস্ফুটিত করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। যখন বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে, তখন এই অনন্য সম্পর্কের প্রশস্ততা ও গভীরতাকে তুলে ধরেছে যা শুধু রক্তে গড়া হয়নি, অনেক সময় পরীক্ষিতও হয়েছে।

তিনি বলেন, দুই দেশের থিঙ্ক ট্যাংক, শিক্ষাবিদ, সমাজ বিজ্ঞানীদের উচিত গঠনমূলক লেখা ও নিবন্ধের মাধ্যমে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অপপ্রচার এবং বানোয়াট উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করা।



বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের (ভিআইএফ) পরিচালক অরবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ।

## Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

March 30, 2022

# Shahriar for showcasing Bangladesh-India's 'role model' ties



DHAKA, March 30, 2022 (BSS) - State Minister for Foreign Affairs Md Shahriar Alam today urged the civil society of both Bangladesh and India to play its due role in showcasing the Dhaka-New Delhi tie as "Role Model" for neighborhood diplomacy.

Think tanks, academicians and social scientists should try to counter the propaganda and fabricated motivated publicity especially in the social media platforms through constructive write-ups and articles, he said.

He made his remarks as Chief Guest at a seminar titled "Bangladesh-India relations: Confluence of Ideologies and Evolving Perspectives" organized by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BISS).

The BISS Chairman Ambassador Kazi Intiaz Hossain chaired the session, while Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman, Vivekananda International Foundation (VIF) director Arvind Gupta, Senior Fellow Sreeradha Datta, Bangladesh Foundation for Regional Studies (BFRS) Chairman A. S. M. Shamsul Arefin and BISS Research Director Dr. Mahfuz Kabir spoke in the seminar.

Alam said, over the years, the mutual respect for independence, sovereignty, territorial integrity and strong political goodwill of Bangladesh and India contributed substantially blossom this friendship.

He said while Bangladesh and India are celebrating 50th anniversary of establishment of diplomatic ties, the relationship has showcased the breadth and depth of this very unique relationship which has not only been forged in blood but has also been tested at times in the last 50 years.

The State Minister expressed satisfaction on the joint celebrations of yearlong programmes like observing Maitri Dibosh (Friendship Day) in the 20 cities across the globe, on 6 December 2021, arranging Bangabandhu-Bapu Digital Exhibition, unveiling postage stamps, exchange of visit of war veterans.

Earlier, at the State Guest House Padma in the afternoon, Alam met with a high level delegation of the reputed New Delhi based institution Vivekananda International Foundation which is famous for quality research and in-depth studies.

While expressing satisfaction on the excellent bilateral relations and exchange of high level visits, he emphasized on exchange of thoughts, joint publications among the reputed think tanks between the two countries.

Source: <https://www.bssnews.net/news/53370>

The Daily Star  
March 31, 2022

**Indo-Bangla ties vital for South Asia's stability**  
Shahriar Alam tells seminar



Diplomatic Correspondent

It is the need of the hour to introspect the strengths, retrospect the mistakes, acknowledge the challenges and draw a roadmap to take this relationship to new heights

Constructive Bangladesh-India ties could be a major stabilising factor for South Asia, said State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam, insisting on resolving the irritants and harnessing the potentials of the two countries.

He said this while speaking at a seminar titled "Bangladesh-India Relations: Confluence of Ideologies and Evolving Perspectives".

At the event organised by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) yesterday, he said India and Bangladesh have resolved major disputes regarding land and maritime boundary and progressed a lot in terms of trade and connectivity, but some irritants are still pending.

He said the death toll of Bangladeshis on the border has become a major stain on this bilateral engagement. Also, the thorny water-sharing issue of transboundary rivers -- 54 of them -- remains another cause of debate regarding the Bangladesh-India ties.

"As a downstream country, Bangladesh wants more water from the Teesta river. We would also like to have a framework agreement for optimal utilisation of waters from six rivers, namely Muhuri, Manu, Gumti, Khowai, Dudhkhumar, and Dharla," he said.

Shahriar Alam said India and Bangladesh are destined to grow together. The bilateral economic ties have huge untapped possibilities, with a trade potential of \$16.4 billion.

Referring to a World Bank report, he said seamless transport connectivity between India and Bangladesh has the potential to increase national income by as much as 17 percent in Bangladesh and 8 percent in India.

Another study indicates a 297 percent increase in Bangladesh's exports to India and a 172 percent increase in India's exports to Bangladesh if transport connectivity improves and both neighbours sign an FTA.

Also, both traditional and non-traditional security issues shaping this maritime geography will be implicated in the evolving Delhi-Dhaka dynamic.

"It is the need of the hour to introspect the strengths, retrospect the mistakes, acknowledge the challenges and draw a roadmap to take this relationship to new heights," he said.

Ravi Kumar Sawhney, distinguished fellow at Vivekanand International Foundation, said India is proud to be a part of Bangladesh's Liberation War.

He said no relationship is perfect in the world and if there are complaints, it means the relationship is working. "Together we can do wonders," he said.

Dr Sreradha Dutta and Dr Arvind Gupta of the Vivekananda International Foundation, India, BIISS Chairman Kazi Imtiaz Hossain and BIISS DG Maj Gen Mohammad Maksudur Rahman, and Bangladesh Foundation for Regional Studies Chairman ASM Shamsul Arefin also spoke.

Source: <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/diplomacy/news/indo-bangla-ties-vital-south-asias-stability-2994516?amp>

The Daily Sun  
March 31, 2022

**Shahriar urges civil society of Bangladesh, India to play a contributing role in promoting ties**



State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam has called upon the civil society, think tank, researchers, academicians of Bangladesh and India to play constructive role in promoting the bilateral relations between Bangladesh and India.

He made the call while speaking remarks at a seminar titled “Bangladesh-India relations: Confluence of Ideologies and Evolving Perspectives” organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BISS) on Wednesday.

Chairman of BISS Ambassador Kazi Imtiaz Hossain chaired the session, while Director General BISS Major General Mohammad Maksudur Rahman, Director of Vivekananda International Foundation (VIF) Arvind Gupta, Senior Fellow of VIF Ms. Sreeradha Datta, Chairman of Bangladesh Foundation for Regional Studies (BFRS) ASM Shamsul Arefin and Research Director, BISS Dr. Mahfuz Kabir spoke in the seminar.

Shahriar Alam, in his remarks, said, over the years, the mutual respect for independence, sovereignty, territorial integrity and strong political goodwill of both the countries contributed substantially to blossoming this friendship.

He said, while Bangladesh and India are celebrating 50th anniversary of establishment of Bangladesh-India diplomatic ties, the relationship has showcased the breadth and depth of this very unique relationship which has not only been forged in blood but has also been tested at times in the last 50 years.

The State Minister expressed satisfaction on the joint celebrations of yearlong programmes like observing Maitri Dibosh (Friendship Day) in the 20 cities across the globe, on 6 December 2021, arranging Bangabandhu-Bapu Digital Exhibition, unveiling postage stamps, exchange of visit of war veterans.

He urged the civil society of both countries to play its due role in projecting achievements of our relations and showcase the relationship as “Role Model” for neighborhood diplomacy.

He said that think tanks, academicians, social scientists should try to counter the propaganda and fabricated motivated publicity especially in the social media platforms through constructive write-ups and articles.

A book entailed, 'India-Bangladesh Bonhomie at 50: 1971 and the present' edited by Senior Fellow of VIF Ms. Sreeradha Datta was launched by the Chief Guest and other speakers of Seminar.

Earlier, at the State Guest House Padma in the afternoon, Shahriar Alam met a high level delegation of the reputed New Delhi based institution Vivekananda International Foundation which is famous for quality research and in-depth studies.

While expressing satisfaction on the excellent bilateral relations and exchange of high level visits, he emphasized on exchange of thoughts, joint publications among the reputed think tanks between the two countries.

Director of VIF Mr. Arvind Gupta, Senior Fellow of VIF Ms. Sreeradha Datta and Chairman of Bangladesh Foundation for Regional Studies (BFRS) ASM Shamsul Arefin were present during the meeting.

Source: <https://www.daily-sun.com/post/613034/Shahriar-urges-civil-society-of-Bangladesh-India-to-play-a-contributing-role-in-promoting-ties>

The Business Standard  
March 31, 2022

**Potentials of Indo-Bangla ties yet to be fully tapped: State minister**



File Photo: UNB

**Though Bangladesh and India are now enjoying an extensive relationship, challenges towards bilateral cooperation have to be acknowledged, said policymakers, calling for a roadmap to take the relationship to a new height.**

"The two countries are still not fully able to realise all the potentials of the relationship, although the neighbours have resolved many long-pending land and maritime disputes," Md Shahriar Alam, state



minister for Foreign Affairs, told an event titled "Bangladesh – India Relations: Confluence of Ideologies and Evolving Perspectives" Wednesday.

"Bangladesh today has become India's largest development partner in the world, the largest trade partner in the region and the countries are enjoying the most extensive government-to-government relations. On the 50th anniversary of Dhaka-New Delhi ties, it is the need of ours to introspect the strength and retrospect the mistakes," he added in the seminar organised by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BISS).

Mentioning the challenges, he said, "The death toll of Bangladeshis at the border has become a major strain in bilateral relations, there is no denial. And that is one of our top agenda when we meet at any level. The water sharing of 54 trans-boundary rivers is another issue of debate in the Bangladesh-India relations."

He urged the civil society of both countries to play their due role in projecting achievements of the relationship and showcase the relationship as a "role model" for neighbourhood diplomacy.

Speakers at the event said that the mutual respect for independence, sovereignty, territorial integrity and strong political goodwill of both the countries contributed substantially to the blossoming of friendship over the years.

"The mutual relationship between Bangladesh and India is more than the trade, commerce and connectivity, it has only been forged in blood and tested at times in the last 50 years. Now, we have a vibrant relationship, but we can do much more," said Arvind Gupta, director of The Vivekananda International Foundation (VIF), India.

Sreeradha Dutta, senior fellow of the foundation, said both countries have to look forward.

Meanwhile, a book titled "India-Bangladesh Bonhomie at 50: 1971 and the Present", edited by Sreeradha Datta, was launched at the event.

BISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain chaired the session.

Among others, Director General of BISS Major General Mohammad Maksudur Rahman, Chairman of Bangladesh Foundation for Regional Studies (BFRS) ASM Shamsul Arefin, and BISS Research Director Mahfuz Kabir spoke at the programme.

Source: <https://www.tbsnews.net/bangladesh/potentials-indo-bangla-ties-yet-be-fully-tapped-state-minister-394134>

**bdnews24.com**

March 31, 2022

**Stable, moderate Bangladesh as a partner is India's natural choice: Shahriar**



With “turmoil” in its other neighbours, India has no other nation but Bangladesh as a “stable and moderate” partner, Shahriar Alam has said.

The state minister for foreign affairs also emphasises constructive Indo-Bangladesh ties for stability in South Asia.

“Witnessing rising turmoil all around its borders of India and therefore, a stable, moderate Bangladesh as a partner is India’s natural choice and a long lasting interest,” he said at a discussion in Dhaka on Wednesday

“Constructive Indo-Bangladesh ties could be a major stabilising factor for the South Asian region as a whole,” he added.

The Bangladesh Institute of International and Strategic Studies organised the event ‘Bangladesh-India Relations: Confluence of Ideologies and Evolving Perspectives’.

Shahriar spoke about a range of issues, including border cooperation, water sharing, and people-to-people partnership.

He said the two countries need to acknowledge the challenges to overcome them and take the ties to a new high.

He noted that Bangladesh is the largest trade partner of India in South Asia, and Bangladeshis visit India the most, including for travel and medical reasons.

Arvind Gupta, director of Vivekananda International Foundation, and its fellow retired Lt Gen Ravi Sawhney also spoke at the event. VIF Senior Fellow Sreeradha Datta and BISS researcher Mahfuz Kabir presented two papers.

Source: <https://bdnews24.com/world/south-asia/2022/03/31/stable-moderate-bangladesh-as-a-partner-is-indias-natural-choice-shahriar>

**Business Insider Bangladesh**

March 31, 2022

# Shahriar for showcasing Bangladesh-India's 'role model' ties



State Minister for Foreign Affairs Md Shahriar Alam. Photo: File

State Minister for Foreign Affairs Md Shahriar Alam on Wednesday urged the civil society of both Bangladesh and India to play its due role in showcasing the Dhaka-New Delhi tie as “Role Model” for neighbourhood diplomacy.

Think-tanks, academicians and social scientists should try to counter the propaganda and fabricated motivated publicity especially in the social media platforms through constructive write-ups and articles, he said.

He made his remarks as chief guest at a seminar titled “Bangladesh-India relations: Confluence of Ideologies and Evolving Perspectives” organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BISS), reports Bangladesh Sangbad Sangstha.

The BISS Chairman Kazi Imtiaz Hossain chaired the session, while Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman, Vivekananda International Foundation (VIF) director Arvind Gupta, Senior Fellow Sreeradha Datta, Bangladesh Foundation for Regional Studies (BFRS) Chairman ASM Shamsul Arefin and BISS Research Director Dr Mahfuz Kabir spoke in the seminar.

Shahriar Alam said over the years, the mutual respect for independence, sovereignty, territorial integrity and strong political goodwill of Bangladesh and India contributed substantially blossom this friendship.

He said while Bangladesh and India are celebrating 50th anniversary of establishment of diplomatic ties, the relationship has showcased the breadth and depth of this very unique relationship which has not only been forged in blood but has also been tested at times in the last 50 years.

The state minister expressed satisfaction on the joint celebrations of yearlong programmes like observing Maitri Dibosh (Friendship Day) in the 20 cities across the globe, on 6 December 2021, arranging Bangabandhu-Bapu Digital Exhibition, unveiling postage stamps, exchange of visit of war veterans.

Earlier, at the State Guest House Padma in the afternoon, Alam met with a high level delegation of the reputed New Delhi based institution Vivekananda International Foundation which is famous for quality research and in-depth studies.

While expressing satisfaction on the excellent bilateral relations and exchange of high level visits, he emphasized on exchange of thoughts, joint publications among the reputed think tanks between the two countries.

Source: <https://www.businessinsiderbd.com/national/news/19835/shahriar-for-showcasing-bangladesh-indias-role-model-ties>

New Age  
March 31, 2022

### **Govt sees constructive India-Bangladesh ties as factor for regional stability**

State minister for foreign affairs M Shahriar Alam on Wednesday said that constructive India-Bangladesh ties ‘could be a major stabilising factor’ for the South Asian region as a whole.

He said this at a seminar on Bangladesh-India relations organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies which was attended by local and Indian experts.

Mentioning the rising turmoil around borders of India, he said that a stable and moderate Bangladesh as a partner ‘is India’s natural choice for its long-lasting interests.

Regarding the economic interdependence between the two countries, he said that thousands of Indians ‘are working in various sectors in Bangladesh, which ‘is the fourth remittance earning country for India. During pre-Covid time, India received the highest number of tourists from Bangladesh and Indian hospitals treated the highest number of Bangladeshi patients.

From ‘neighbourhood first’ to ‘act east,’ from connectivity to trade, from security to development, Dhaka’s centrality to India’s regional outlook ‘is key’ not only to India realising its own interests but also for larger regional imperatives, said the state minister. ‘This will be even more significant as India’s desire to emerge as the locus of the Indo-Pacific narrative becomes even sharper in the coming years.’

Both traditional and non-traditional security issues shaping this maritime geography ‘will be implicated’ in the evolving Delhi-Dhaka dynamic, he said.

He described the death toll of Bangladeshis on the border and trans-boundary water-sharing issue as major stains on bilateral engagements between the two sides. ‘As a downstream country, Bangladesh wants more water from the Teesta River.’

Former Bangladesh army chief M Harun-Ar-Rashid was critical of some narratives propagated by sections of people in India that ‘India liberated’ Bangladesh in 1971 and Bangladesh’s War of Independence a ‘Indo-Pak war.’

‘I did not fight Indo-Pak war. I had fought Bangladesh Liberation War,’ Harun, also a gallantry award winning freedom fighter, said.

Speaking about the changes in some narratives in the India's political sphere on religious identity in last 50 years, he said India had promoted 'coexistence of all religions' in 1971, but India was now propagating Hinduism.

Sreeradha Datta, a senior fellow of Vivekananda International Foundation of India, raised the question on whether the two countries were 'losing people-to-people connect' when leaders of the two countries were converging to an unprecedented level of partnership since 2009.

She emphasised expediting the implementation of the agreements signed between the two countries on bilateral matters and also at the regional level.

'We people in South Asia move at a slow pace,' she said describing the SAARC as 'a non-starter' and the BIMSTEC 'still an unknown book.'

Former BISS chairman Munshi Faiz Ahmad said that India, as a big neighbour, 'can play' an important role in reinvigorating the SAARC allowing the other neighbours enough space to grow.

Arvind Gupta, director of the foundation, underscored the need for taking the benefits of Bangladesh-India engagements to the common people of the two countries.

BISS chairman Kazi Imtiaz Hossain chaired the session, while its director general Major General Mohammad Maksudur Rahman and research director Mahfuz Kabir, RK Swamy, a retired senior official of the Indian Army who fought in the 1971 war, Bangladesh Foundation for Regional Studies chairman ASM Shamsul Arefin also spoke at the seminar.

A book with the title 'India-Bangladesh Bonhomie at 50: 1971 and the present' edited by Sreeradha Datta was launched after the seminar.

Source: <https://www.newagebd.net/article/166800/govt-sees-constructive-india-bangladesh-ties-as-factor-for-regional-stability>

The Asian Age  
March 31, 2022

**Bangabandhu laid the foundation of BD-India relations**





Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman laid the foundation of Bangladesh-India relations based on respect for each other's independence, sovereignty and democratic norms and values, State Minister for Foreign Affairs Md Shahriar Alam, MP said.

He was addressing a seminar on 'Bangladesh-India Relations: Confluence of Ideologies and Evolving Perspectives' organized by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BISS) on Wednesday at BISS auditorium in the capital.

Shahriar Alam said, "The year 2021 was a momentous one for Bangladesh and India as they are jointly celebrating the 50th anniversary of diplomatic relations."

The BISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain chaired the session, while Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman, Vivekananda International Foundation (VIF) director Arvind Gupta, Senior Fellow Sreeradha Datta, Bangladesh Foundation for Regional Studies (BFRS) Chairman A. S. M. Shamsul Arefin and BISS Research Director Dr. Mahfuz Kabir

spoke in the seminar. In his address, Major General Mohammad Maksudur Rahman noted that the relations between Bangladesh and India are based on shared history, culture, language, values of secularism and democracy.

Dr Arvind Gupta said that the relations between the two countries is growing fast and both the countries are cooperating each other in various bilateral and multilateral forums.

In his concluding remarks, Ambassador Kazi Imtiaz Hossain, Chairman, BISS said that the two countries of South Asia, share common values, history, culture and aspirations and these common elements have created a natural bond between the two neighboring countries.

Source: <https://dailyasianage.com/news/284229/bangabandhu-laid-the-foundation-of-bd-india-relations>

**United News of Bangladesh (UNB)**

March 31, 2022



Source: <https://unb.com.bd/category/bangladesh/showcase-bangladesh-india-ties-as-role-model-shahriar-urges-civil-society/90226>